ছন্দ-বীণা

ছন্দ-বীণা

শান্তি পাল

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
১৩৪৩

প্রকাশক
শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫।২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা

পৌষ, ১৩৪৩

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রবোধ নান
শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা

"জননী, তোমারে স্মরিয়া আমার কাব্যের দীপশিখা
জ্বালাইয়া রাখি অবোধ অন্ধকারে,
দেখিতে না পাই, বুঝি অনুভবে, তুমি আছ কাছে কাছে,
নিজে এসে মাতা, লহ মোর দীপারতি।"

কলিকাতা,
৭ই পৌষ, ১৩৪৩

শান্তি

সূচীপত্র

হে সুন্দরী,
দুটি হাত ধরি'
নিয়ে চল দূরে
অন্তহীন পথ বাহি অনন্তের পুরে
বাঁশী যেথা বাজে ক্ষণে ক্ষণে
অফুরন্ত উৎসব-লগনে ;
সপ্তর্ষিরা গাহে স্তবগান
মেঘমন্দ্রে চপলার চকিত আহ্বান !
সন্ধ্যারক্ত মেঘলোকে দিব্যাঙ্গনা যত,
তারার-দীপালি রচি' ফিরে অবিরত
সন্ধ্যা-অভিসারে ;
তারি একধারে
ওরে কবি, ঝিকিমিকি আলোক-আঁধারে
লহ করি' এতটুকু ঠাঁই !
যদি পাই
মৃত্যুহীন জ্যোতির্ম্ময় প্রাণ
গেয়ে যাব উচ্চকণ্ঠে চিরন্তনী গান ।
সর্ব্বযুগে জেগে রব আকাশের নীলিমার সাথে
নিখিলের নয়নের পাতে ।
বিরহে মিলনে
প্রলয়ে সৃজনে
সুখে দুখে
অনন্তের বুকে
বল্লরীর মত ঘিরি' তরু-সহকারে ।

শুধাই তোমারে
ওগো সুধাময়ী,
মৃত্যুরে হরিয়া মোরে করিবে কি জয়ী ?

মাতন

(বোধন)

দুষ্টু ছেলে
দস্যি ছেলে
দেখ না চেয়ে
চক্ষু মেলে,
মা জননী দাঁড়িয়ে দোরে—
ডাকছে তোরে ;
আয়রে আয়রে আয় সবাই !

তাকি তাকি ঘিনি তাঁ
ঢাক ঢোল বাজে ঝাঁ ॥

বাজ বাজনা
সাজ সাজ না,
চণ্ডীতলায় ঢাক বাজে !—
ভূত-প্রেত-তাল ওই সাজে !—

গর্ত্ত ফুঁড়ে
মরছে ঢুঁড়ে
সোলুই ফোঁসে
রুদ্র রোষে
ফোঁস ফোঁস ফোঁস
পাল্‌টা ঘুরে ;
দেখরে দেখরে দেখ ও ভাই।

গিনে নেজা গিনে তাঁ।
ঢাক ঢোল বাজে ঝাঁ॥

বাজ বাজনা,
সাজ সাজ না,
চণ্ডীতলায় ঢোল বাজে।—
দৈত্য দানব ওই সাজে।—

(আরতি)

শম্ভু শম্ভু—
শিব শিব শম্ভু!
বাজাও ঝাঁঝর
কণ্ঠেতে কম্বু!

শম্ভু শম্ভু—
শিব শিব শম্ভু!

বাজাও ঝাঁঝর
কণ্ঠেতে কম্বু।

হরষ হর·হা।
তাকিতা তাতা তা॥

বাজ বাজনা,
সাজ সাজ না,
চণ্ডীতলায় ঢাক বাজে।—
ভূত-প্রেত-তাল ওই সাজে।—

দশটি হাতে
বর্ষা মাতে,
খড়্গ কাতি
উঠছে ভাতি।
চক চকা চক
সে সজ্ঘাতে
লটর পটর লুট লুটায়।

ঘিনি তাক্ তাক্ ঝাঁ।
হা হা হা হি হি হি হা॥

তাক্ ঝাঁ ঝাঁ
উয়র গিজা,
ঘিনি তাক্ তাক্
নাগ্‌লা গিজা।

চণ্ডীতলায় ঢোল বাজে।—
দৈত্য দানব ওই সাজে।—

(বলি)

সুপ্তি নিতে
মুক্তি দিতে
মুণ্ড কাটা
বুকের পাটা।
ছর্ ছর্ ছর্
রক্ত পি'তে
অর্দ্ধ চন্দ্র ধূম-আকাশ।

খিটি তাক্ তাক্ তাঁ।
ঢাক ঢোল বাজে ঝাঁ॥

নিকি তাক্ তাক্
খিটি তাক্ তাক্
নাগ্‌লা গিজা
গ্যি ঝান্তা।
চণ্ডীতলায় ঢাক বাজে।—
রুদ্র শূদ্র ওই সাজে।—

(ধ্যান)

হর হর সুন্দর
ভোলা দিগম্বর
ভূতনাথ মহেশ্বর;



বেদ আগম, পুরাণ সংহিতা
ত্রিবিধ স্বর গ্রাম
সর্ব্বহন্তা হা।
খির্ খির্ খির্ তাঁ।

বাজ বাজনা,
সাজ সাজ না,
চণ্ডীতলায় ঢোল বাজে।—
ভূত-প্রেত-তাল ওই সাজে।—

অবতরি' সুন্দরী
কালী দিগম্বরী
ভীমা-বেশী, মহেশ্বরী ;
জায়া-শিবম্, ত্রিলোক-সংস্থিতা,
দাত্রী পরিত্রাণ
মুণ্ডমালিনী মা।
খির্ খির্ খির্ তাঁ।

বাজ বাজনা,
সাজ সাজ না,
চণ্ডীতলায় ঢাক বাজে।—
আয়রে সবাই মার কাজে।—

(মুক্তি)

জগৎ মাঝে
মায়ের কাজে

পড়ল সাড়া
জয় মা তারা
জয় মা তারা—

নিকি তাক্ তাক্
খিটি তাক্ তাক্
উয়র গির্জা
গি্য ঝাস্তা!
চণ্ডীতলায় ঢোল বাজে!—
আর কি তোদের ঘুম সাজে!

আবিসিনিয়া

নমো নমো নমো নমি আমি ভবানীরে,—
ভক্তি-অশ্রু-নীরে ;
বন্দিয়া জননীরে,—
চল একবার মরু-গিরি ঘেরা
কালো ছেলে যেথা ফিরে।
ঘন কালো কাল-ছায়া—
অতি গাঢ় কালো কষ্টি-পাথর যেন
পড়িয়াছে সেই বহু পুরাতন পাথরের পাদপীঠে
নমো নমো নমো আদ্যাশক্তি
মহাদেবী মহামায়া
স্বয়ম্ভু শিবজায়া,

ভীমা ভৈরবী তারা,
ছিন্নমস্তা ধূমাবতী সতী সাকারা ও নিরাকারা।
মাগো! চেয়ে দেখ, তোর কালো ছেলে হইয়াছে গৃহহারা,
হাত হতে রাজদণ্ড খসিয়া পড়ে,
বলীর অত্যাচারে
বিষে জরজর তনু—
ওঠে আর পড়ে, গড়াগড়ি যায় ধূলার ধরণী তলে ;—
সন্তানে লয়ে সাথে
ফিরে সে দেশান্তরে
দ্বার হতে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি হাতে,
ভিক্ষা নাহি সে পায়—
ভাগ্য-লক্ষ্মী মাথা খুঁড়ে মরে অশিবের দ্বারে দ্বারে।
ভুল ক'রে দেবী করিয়াছে প্রণিপাত
অবোধ শিশুর মত
জুড়িয়া যুগল পাণি ;—
মহাকালী তুমি, তোমারে প্রণাম করি
নমামি শুভঙ্করী!—
তুমি এস মাতা, আলুলিত কেশজাল,—
মাভৈঃ মন্ত্রে অশিবেরে হান অসি
পর মা মুণ্ডমাল !
নমো নমো নমঃ ত্রিগুণধারিণী মাতা,
অভয়া ক্ষেমঙ্করী,
এই আরাধনে অপরাধ নাহি লহ।

শ্মশান

ধিয়া ধিয়া ধিয়া তা তা থৈ থৈ নাচিছে দিগম্বর—
হর হর শঙ্কর।
শকুনি গৃধিনী কাক,
হিংস্র বনের পশু,
একটি টুক্‌রা মাংসের তরে করিতেছে হানাহানি।
স্তব্ধ এ চরাচর,
বাতাসের বুকে নিঃশ্বাস নাহি বহে,
মহাশ্মশানের করাল মূর্ত্তি ভীম সে ভয়ঙ্কর।
বম্‌ বম্‌ বম্‌
হর হর শঙ্কর।
ডিমিকি ডিমিকি ড্রিমি ড্রিমি ড্রিম্‌ ডম্বরু-করতাল
সংহার মহাকাল।
তা তা থৈ নাচে মুর্দ্দফরাস মুচি,—
মদে ঢুলু ঢুলু আঁখি
অতি লোভী তারা, লোলুপ দৃষ্টি হানি'
কদর্য্যতার রূঢ় আবরণে ঘন ঘন মুখ ঢাকে,
আর নিয়ে যায় পুরানো বালিশ যত
ছেঁড়া কাঁথা, কাঠ, কয়লা ও ছাই পাঁশ,
গুঁড়া গুঁড়া পাট-কাঠি,
মাটির কলসী ফুটা ;—
ডিমিকি ডিমিকি ঝন রণ রণ ডম্বরু-করতাল,
সংহার মহাকাল।

লক্ লক্ লক্ লেলিহান শিখা, চিতার আগুন জ্বলে,
দিগ্-অম্বর-তলে।
কাঁদে অভাগিনী মাতা—
মৃত শিশু কোলে ল'য়ে
ক্ষুধার জ্বালায় জঠর জ্বলিয়া যায়,
চক্ষে নাহিক ঘুম,
পরনের শাড়ী ছিঁড়ে কুটিকুটি হ'ল,—
জড়সড় লজ্জায় ;
দিন গণে আর শিরে হানে করাঘাত,
স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিয়া পড়িছে ভুঁয়ে!—
দাউ দাউ দাউ চিতার আগুন জ্বলে,—
ধূম্র গগন তলে।
সংসার টলমল।

শিয়রে শমন জাগিয়া বসিয়া আছে,—
ভীম সে ভয়ঙ্কর।
হর হর হর শিব শিব শঙ্কর।

আবির্ভূতা

কে তুমি রূপসী,
মানস দ্যুলোক হতে খসি'
আসিয়াছ ধরায় নামিয়া
কল্পলোক-স্বর্গ আঁধারিয়া?
অয়ি মোর সুদূরের প্রিয়া,
রহিয়া রহিয়া

কেন তোল মর্ম্মভেদী সুর
কষায় মধুর,
রূঢ় বাস্তবের ধরণীতে
প্রেমের সঙ্গীতে ?
অয়ি মোর বিরহবিধুরা,
মৌন শোকাতুরা,
ধরিত্রীর নিষ্ঠুর আঘাত,
রূঢ় ঝঞ্ঝাবাত
নারিবে সহিতে।

নারিবে বহিতে
মানবের পুঞ্জীভূত বিচ্ছেদের ভার
গাঢ় অন্ধকার ;
জ্যোতির কিরণে
উদ্ভাসিয়া বিকীরিয়া ললিত হিরণে
ওগো লীলাময়ী,
রহস্যের মায়াজাল বহি'
উদয়-অচল শিরে
ধীরে ধীরে
বিথারিয়া দাও তারে আপনার হাতে।
আমার এ কল্পনার সাথে
উঠুক উদ্ভাসি'
ওই জ্যোতির্ম্ময় রূপরাশি
সৌরলোকে,
ঝলকে ঝলকে

যেথা তব স্থান
তনুর বিদ্যুৎ রূপে রহে দীপ্যমান
অভ্রভেদী শৈলমালা শিরে।
বার বার ফিরে
দেখা দাও ঐশ্বর্য্য সম্পদে
কমল-আকীর্ণ ফুল্ল শ্যাম নীল হ্রদে
নিঃশব্দ চরণে
বিচিত্র বরণে।

উৎকণ্ঠা

একি পরিহাস—মিছা সন্তাষ
ভরা-বর্ষণ গগনে ;
ওগো ভরা-বর্ষণ গগনে ;
অরুণ-নয়ানে করুণ বয়ানে
ধেয়ানে কেন গো মগনে ?
ফেলে দাও সাজ ফুল-আভরণ,
কুণ্ডল-হার সিঁথি-কঙ্কণ—
ওগো সৌরভহরা গৌরবভরা
এস নিকুঞ্জ-ভবনে।
—ভরা-বর্ষণ গগনে।

২

এস গো উতলা পরাণ-পুতলা

ওগো মঞ্জু কুঞ্জ কুটিরে ;
ললিত ভঙ্গে ছলিত রঙ্গে
বলয় বাজুক উঠিরে।
ঘোর ঘনঘটা ঝরে জলধার
দুর্য্যোগ-ভরা কাজল-আষাঢ়
ওগো খঞ্জন আঁখি অঞ্জন মাখি,
নাচিয়া উঠুক ছুটি রে
—মঞ্জু কুঞ্জ কুটিরে।

৩

বিবশ বসন কার পরশন
স্বপন-দোলায় দুলিল,
ওগো স্বপন-দোলায় দুলিল ;
অবশ আলসে রভস লালসে
কমল-কলিকা খুলিল।
দেয় আলিপনা জলধনু-আঁকা
প্রীতি-পরসাদ মধুরিমা মাখা
ওগো মল্লীর মধু পল্লীর বধু
মধুর রাগিনী তুলিল ;
—স্বপন-দোলায় দুলিল।

৪

চল গো সজনী পোহাল রজনী,
তরুণ তপন বিকাশে,
ওগো তরুণ তপন বিকাশে ;
বাতাস আকুল উদাস ব্যাকুল
আকাশে অরুণ লিখা সে।
বেতসের বনে মৃদু শিহরণ,
কাননে কাননে পাখীর কুজন-
ওগো চঞ্চল কাঁপি অঞ্চল ঝাঁপি
বধুয়া তরাসে নিকাশে
—তরুণ তপন বিকাশে।

পলাতকা

সবুজ ঘন গাছের শিরে
দিনের আলো নিবছে ধীরে
সিঁদুর-গোলা মাখি,
গাঁয়ের ঘরে ধোঁয়ার রাশি
ছাউনী ফুঁড়ে উঠছে ভাসি
কুলায়ে চলে পাখী।

২

চাহিনু আমি দূরের দিকে
আকাশে রং ধ'রছে ফিকে
যতই চলি কাছে,

দূর হতে সে দূরান্তরে
মেঘের কোলে ঢলিয়া পড়ে
প্রহর চলে পাছে।

৩

গোষ্ঠ হতে ফিরিছে ধেনু
রাখাল ফুকে ভাবের বেণু
কুঁচের মালা বুকে।
ব্যাকুল বধূ ছুটিয়া আসে
নয়নে জল উথলি ভাসে
সরম-রাঙা মুখে।

৪

বুকের ক্ষুধা বাড়িয়া ওঠে
ফুলের কলি আপনি ফোটে
পাপ্‌ড়ি দেয় মেলে,
বাতাস লেগে এলায়ে পড়ে
মাটির বুকে কেশর ঝরে—
তড়িৎ যায় খেলে।

৫

নিমেষহত চকিত মনে
রহিনু পড়ে বিজন বনে
উদাস চোখে দেখি,
আঁচলখানি বুলায়ে কি এ
আলোর পিছে আঁধার দিয়ে
চলিয়া গেলো সে কি!

কাল-বোশেখী

ও ভাই দাঁড়ি—
বেগোন বেয়ে নিয়ে চল
মেরে জোরে পাড়ি !
আকাশ হ'ল কাজল-কালো
ওড়ার বনে চিকুর-আলো
ওরে, কানাল মাঝে পড়ে যাবি
চল্ তাড়াতাড়ি।
বাঁকের মুখে পান্‌সী থুয়ে
চল, কাটাই রাতি চাটায় শুয়ে
ন'লে যেতে হবে অতল তলে
ভিটে ঘর ছাড়ি'।
কাল-বোশেখী ঝড়ো হাওয়া
উড়িয়ে দিল ছইয়ের ছাওয়া
ওই, ভেড়ীর ধারে ভিড়োও ডিঙে
জোর লগি মারি'।

মন-মাঝি

চল্ চল্ চল্
মন-মাঝিরে
হাল ধরে চল্।

আসুক আষাঢ়
আসুক শাঙন
এ-পার ও-পার
লাগুক ভাঙন
ওরে লক্ষ্যহারা হব না ভাই
উঠলে নায়ে জল ;
চল্ চল্ চল্ ।

ভাসিয়ে দে নাও
বেগোন টানে
বাওড় জলে
ঝড় তুফানে-
আঁধার যতই ঘনিয়ে আসুক
হব না বিকল ;
চল্ চল্ চল্ ।

বল্ মাঝি তুই
কোথায় যাবি
কোন্ ঘাটে তোর
নাও ভিড়াবি,
আসছে ছুটে ভরা জোয়ার
করছে ছলছল ;
চল্ চল্ চল্ ।

বরষায়

একি উন্মাদ পারা—
এসেছে বরষা, স্নিগ্ধ সরসা
আষাঢ়ের জলধারা !
ভয় নাই, ভয় নাই।
আজ আকাশে লেগেছে দোলা,—
শেষ ক'রে ফেল যত কিছু কাজ
যেখানে যা আছে তোলা !

আঁধার ঘনায়ে আসে,—
গরজে তটিনী, কানন-নটিনী
কল কল কল-ভাষে !
ভয় নাই, ভয় নাই।
আজ সায়রে লেগেছে দোলা,—
শেষ ক'রে ফেল যত কিছু কাজ
যেখানে যা আছে তোলা।

কাজল মেঘের ভেলা,—
গুরু গুরু রব, দেয়া-উৎসব
চল-চপলার খেলা !
ভয় নাই, ভয় নাই।
আজ নয়নে লেগেছে দোলা,—
শেষ ক'রে ফেল যত কিছু কাজ
যেখানে যা আছে তোলা।

কেয়ার কুঞ্জতলে,—
দাছরী ডাকিছে, ঝিল্লী কাঁদিছে
জোনাকী-প্রদীপ জ্বলে !
ভয় নাই, ভয় নাই।
আজ কাননে লেগেছে দোলা,—
শেষ ক'রে ফেল যত কিছু কাজ
যেখানে যা আছে তোলা।

নীল অঞ্জন চোখে,—
প্রান্তর পারে, আঙিনার ধারে
দাঁড়ায়ে রয়েছে ও কে !
ভয় নাই, ভয় নাই।
আজ মরমে লেগেছে দোলা,—
শেষ ক'রে ফেল যত কিছু কাজ
যেখানে যা আছে তোলা।

একি বাদলের ধারা,—
এসেছে বরষা, স্নিগ্ধ সরসা
ব্যাকুল বিভোর পারা !
হবে জয়, হবে জয়।
ওরে এ-পার, ও-পার ছুলে,—
শেষ ক'রে ফেল যত কিছু কাজ
সকল বাঁধন খুলে।

পল্লী-বর্ষা

আকাশ হয়েছে ঘোলা,—
আজিকে আষাঢ়ে প্রাণের ত্বয়ারে কে যেন দিতেছে দোলা।
ঘন কালো মেঘ চলিতে চাহে না—ছলছল জলধারা,
কাননকুমারী মাটির গন্ধে হইয়াছে ঘরছাড়া।
বাদল বাতাসে উতলা আকুল, বাহিরিয়া আঙিনায়,
পিপাসা-কাতর চাতকের মত জলদের পানে চায়।
কালিয়া মেঘের কোমল কাজল সজল বরণ দেখে,
বেড়ার গায়েতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া নখের আঁচড় লেখে।
মুখের উপর উড়িয়া পড়িছে দীঘল আউল কেশ,
মনের আড়ালে নয়নের জলে ভিজায় বুকের বেশ।
ভিন্-দেশী তার বন্ধুর লাগি' কাজল গলিয়া যায়,
বাদলের জলে ভিজিয়াছে মাটি—আল্‌তা-রঙীন পায়!

উড়িছে গোলের ছৈ,—
মাঠের কিনারে কানায় কানায় জল করে থৈ থৈ।
ক্ষেত-খোলা সব ভরিয়া গিয়াছে—সবুজে ঘোলাটে ছেয়ে,—
গাঁয়ের ওপারে অশথের শিরে বরষা নামিছে ধেয়ে।
দূরে গাছপালা ঝাপ্‌সা হ'য়েছে, ঝাপ্‌সা শ্যামল বাট,
বাঁশের কেরুলে ঝিঁঝির ঝাঁঝর, জনহীন পথঘাট।
বেতসের বনে বাঁশরী বাজিছে বাউল বিভোল বায়,
শুক্‌নো পাতারা ভাসিয়া ভাসিয়া লুটায়ে পড়িছে পায়।
কৃষাণকুমার ছিপ লয়ে হাতে ঘুরিছে বিলের ধারে,—
গুগ্‌লি টোপের জাওলা জাগায়ে নেউটিয়া তারে নাড়ে।

চিঁড়ে ও চাউল কোঁচড়ে ভরিয়া বাটিয়া গুটিয়া খায়,
টোপের টানায় নয়ন নিমেষে ডাঙায় তুলিছে তায়।
কৃষাণকিশোর নাবাল জমিতে হাওড় হাবড় ঠেলে,
মাথায় পরিয়া তালের মাথাল বীজের ধান্য ফেলে।
কৃষাণ-কনেরা ঘুণী বসাইয়া ভাঙনের ধারে ধারে,
আওড় জলেতে দোয়াড় ফেলিয়া চিতল কাতল মারে।
এ-হেন বাদলে বিউনী বাতাস আছাড়ি' বিলের 'পরে,
বিরহী বালার প্রথম চুমার সরস শবদ করে।

গুরু গুরু ডাকে দেয়া,—
শালুক ফুটেছে, শাপলা ফুটেছে, কাননে ফুটেছে কেয়া।
যুঁই চাঁপা বেল, কদম কেশর, কাঞ্চনলতা কত,
রজনীগন্ধা কাঠ-মল্লিকা বকুল মালতী শত।
আজিকে আষাঢ়ে পথ ঘাট সব পিছল হয়েছে ভারি,
বকুল কুড়াতে কাননকুমারী শাখায় জড়াল শাড়ী।
পথের মায়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাটিরে দলিয়া চলে,—
শতেক কাজের মাঝারে থেকেও বুকের আগুন জ্বলে।
জানি না সে আগ্ কেমনে নিভিবে, কখন গাঁথিবে মালা,
কোকিল কুহরে, যাও যাও ঘরে, বিরহী কাননবালা।

আশায় বাঁধিয়া বুক,—
পথের কিনারে দাঁড়ায়ে ক্ষণেক ভাবিল কাহার মুখ।
সে-মুখ চাঁদের বিমল জোছনা যেমনি পড়িল মনে,
কানন ছাড়িয়া চকিতে চলিল মাটির ঘরের কোণে।
কত না ছন্দে কবরী বাঁধিল, বকুলের মালা তাতে,
সিঁথায় সিঁদুর আঁকিল যতনে, কাজল আঁখির পাতে।

ভিন্-দেশী তার বন্ধুর লাগি' সাজায়ে ফুলের ডালা,
উছল নয়নে দাঁড়ায়ে রহিল কিশোরী কাননবালা।
মাটির প্রদীপ জ্বালিল কতই তুলসী-মঞ্চ তলে,
প্রণাম করিল আলায়ে বালায়ে আঁচল জড়ায়ে গলে।
দু হাত জুড়িয়া কি কথা কহিল, কি গান গাহিল তারা,
কি ভাষা তাহার, কি সুর কি ছাঁদ, কে জানে কেমন ধারা

ধান-ক্ষেত

শূন্য ধানের ক্ষেত—
আজি বৈশাখে ধূ ধূ করে মাঠ নাহি কোন সঙ্কেত।
তামাটে মেঘের ছায়া পড়িয়াছে, কাহারো নাহিক সাড়া,
মাঠের মাঝারে গুমরি' কাঁদিছে শুক্‌নো ধানের নাড়া।
বাউরী বাতাস পক্ষ মেলিয়া উড়িতেছে সন্ সন্,—
মাথার উপরে ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ, দাবানল হুতাশন।
কেমনে যাইবে, ডোবা কুড়ে বিল, কাটিতে সে বোরো-ধান,
কেমনে যাইবে আউশ বুনিতে কেবা করে সমাধান!
কেমনে যাইবে ওঁচ্‌লা পোড়াতে গাঁয়ের চাষীরা জুটি',
কেমনে যাইবে গো'লের মাঝারে লইতে বলদ দুটি।

হরিৎ ধানের ক্ষেত—
আজিকে আষাঢ়ে পেয়েছ কি তুমি বরষার সঙ্কেত?
পূবালী মেঘের পরাগ মাখিয়া ছোট ছোট ধানচারা,
হলুদ রঙের শাড়ীখানি পরি' গুণ্ঠন খুলে তারা।

কৃষাণ কাতর মুঠেরে মলিয়া মাথার ঘাম সে ফেলে,
কটিতে কষিয়া কাছলা কাপড় কেবলি লাঙল ঠেলে।
কেহ দেখি সেথা পাখ্না দিতেছে মাটিরে সমান করি',
কেহ বা সেথায় আঁচড়া বুলায় গরুর লাঙুল ধরি',
কেহ দেখি ব'সে জটলা পাকায়, বেগুনা ভাঙিয়া ফুকে,
কেহ বা বসিয়া হাতের ফোকরে তামাকু টানিছে সুখে,
কেহ দেখি সেথা হেঁওত রুইছে ক্ষেত হতে ক্ষেতে তুলি',
কেহ বা সেথায় বহিয়া আনিছে ধানের আঁকুরগুলি।

সবুজ ধানের ক্ষেত—
আজিকে আশিনে পাতা দোলাইয়া কারে কর সঙ্কেত?
যে দিকে তাকাই লুটায়ে পড়িছে সবুজে গিয়েছে ভ'রে,
বকের বালিকা শেফালি জড়ায়ে মালিকা গাঁথিয়া ওড়ে।
ঝিল্লীরা মিলি' বন্দনা গায় সবুজ ঘোম্‌টা পরি',
সারসী রূপসী চামর দোলায় জলের আঙিনা ভরি'।
শাপলা মেয়েরা বরণের লাগি' নয়ান-জুলির জলে
কল্‌মী-লতারে জড়াইয়া ধরি' উঠিতে চাহিছে থলে।
আউরী বাতাস দোল দিয়ে যায় সকাল সাঁঝের নায়,
কল্যাণ-ভরা কাজল নয়ান সুদূর হইতে চায়।

সোনার ধানের ক্ষেত—
আজিকে আগণে মাথা নোয়াইয়া, কিবা তব সঙ্কেত!
মাঠে মাঠে আহা সোনা ফলিয়াছে, কাঁকণের রিনিঠিনি,
কৃষাণকুমারী অলক তুলায়ে বাজাইছে শিঞ্জিনী।
কেহ দেখি সেথা খড়া লয়ে কাঁখে, কুড়াইছে ঝরা-ধান,
কেহ বা সেথায় সবার আড়ালে গুণাইয়া গাহে গান!

কেহ দেখি, সেথা বলয় বাঁধিয়া পাড়িছে ধানের গাদি,
কেহ বা সেথায় মুখোমুখি ব'সে থুইতেছে বীড়ু বাঁধি'।
কেহ দেখি শিরে তড়পা লইয়া হাঁটিতেছে পায় পায়,
কেহ বা সেথায় দাঁড়ায়ে বাঁধালে আধেক আতুল গায়।
এই ধান-ক্ষেত, এইখানে আসি' কৃষাণকুমারী যত
মনের হরষে পাপ্‌ড়ি খুলিছে কমল-কলির মত।
এই ধান-ক্ষেত এইখানে এলে জুড়ায় তনু ও প্রাণ,
উতোলী বাতাস লুকাইয়া ভাঙে বিরহী বধুর মান।
এই ধান-ক্ষেত এইখানে এলে সব কথা ভুলে যায়,
রাখাল কিশোর বাঁশরী হারায়ে বাউলের মত চায়।

সাত মাইল ১৯৩৬

—রেডি—

আয় ভাই মদনা
ফোটকে পান্না
লীলা রাণী
চণ্ডে খান্না,
ওই শোন হুইসিল
বাজছে লঞ্চে,
সার সার দাঁড়া
দাঁড়া মঞ্চে।

সাত মাইল পাল্লা
বালির ঘাট—
সাত জন সংখ্যায়
নিচ্ছে ষ্টার্ট ॥

—যাত্রা—

সাত জন সাঁতরে,
সাত জন মাল্লা,
সাত জন রক্ষী
দেয় দূর পাল্লা।
দর্শকমাত্রেই করে হাল্লা,—
হিন্দু বলে—জয় মা কালী,
মুস্‌লিম বলে—আল্লা আল্লা।

সাত মাইল পাল্লা
বালির ঘাট—
সাত জন সাঁতরে
নিচ্ছে ষ্টার্ট॥

—সজ্জা—

তিন-দেঁড়ে পান্‌সী
এক-দেঁড়ে ডিঙ্গে
পট্‌ পট্‌ ল্যাজ নাড়ে
রঙ্‌-করা ফিঙ্গে।

মাঝি মাল্লা ষ্টার্টার দাঁড়ি—
চৌদিকে হৈ হৈ
রৈ রৈ ভারি;
ভাটির টানে ভাসিয়ে না'—
মারে চুম্‌কুড়ি, গোঁফে তা।

সাত মাইল পাল্লা
বালির ঘাট—
সাত জন মাল্লা
নিচ্ছে ষ্টার্ট ॥

—চলতি—

সাত সায়রে সাঁতার কাটি
আমরা সাত জন
সাত মাইলে জিতব ব'লে
প্রাণ করেছি পণ—
মোরা প্রাণ করেছি পণ।

সাঁতার-পোকা মাথায় নিয়ে
ষ্টার্টের মুখে ভড়কে গিয়ে
মারছি পাড়ি উজান দিয়ে
সাত সমিতির জন—
মোরা সাত সমিতির ধন।

*　　*　　*

মার পাড়ি ভাই, মার পাড়ি—
মার পাড়ি ভাই, মার পাড়ি—
মুখ ডুবিয়ে
হাত চুবিয়ে
গড়গড়িয়ে
তর-তরিয়ে

গাও হিলিয়ে
পাও মিলিয়ে
এক দুই আর তিন চারি

সাম্‌লে চলিস ভাই—
হা হা সাম্‌লে চলিস ভাই।
মাঝগাঙে দেখ
হাঙর-কুমীর
মারছে কত ঘাই।
হো হো সাম্‌লে চলিস ভাই।

—মধ্য পথে—

ঝঞ্ঝা ঝড় জল
গঙ্গা টল্‌মল
মুখর চঞ্চল
তুফান ঢেউ ;—

বিদ্যুৎ চমকায়
সাঁতরে শঙ্কায়
সাতটি সংখ্যায়
আর নেই কেউ

সাত জন সাঁত্‌রে
সাতটি জাত রে
সবাই হাতড়ে
মরছে ভাই।

দর্শক বর্ব্বর
করছে হড়বড়
দাঁড়িয়ে পর পর
তুলছে হাই।

—ঘূর্ণি—

মাঝ গঙ্গায় সাঁতার কাটি
জল ঘুলিয়ে উজিয়ে ভাটি
সুস্থ মোরা, স্বাস্থ্য খাঁটি
অসুখ মোটে নাই,
হা হা   অসুখ মোটে নাই।
পান-কৌটির মত মোরা
ডুব গালিয়া যাই।—
হো হো   লিভার পিলে নাই।
কাজের মধ্যে সাঁতার কাটি
ডুগ্‌ডুগি বাজাই।

—শেষ-

মার্ পাড়ি
মার্ পাড়ি
মার্ পাড়ি ফোটকে,
ওই দেখ মদনা
এগোয় ছোট্‌কে।

মার্ পাড়ি
মার্ পাড়ি
মার্ পাড়ি চণ্ডে,
পয়লাই আসবি
দু এক দণ্ডে।

এক দুই তিন চার
—ক্রল আর ট্রাড্‌জ্যান,—
নিশ্বাস প্রশ্বাস
চাই বল—চাই জ্ঞান।
ভাটির টানে ভাসিয়ে গা—
হাতের ষ্ট্রোকে যা ভাই যা।
এক দুই তিন চার
—ক্রল আর ট্রাড্‌জ্যান,
ডাইভিং, প্লান্‌জিং ;—
চাই বল—চাই জ্ঞান।
ভাটির টানে ভাসিয়ে গা—
পায়ের ষ্ট্রোকে যা ভাই যা।

সাত মাইল সাঙ্গ
বেনিয়াটোলা,—
গঙ্গার জল আজ
বড়ই ঘোলা॥

১৫০০ মিটার্‌স

আজকে কি বার ?

—বেষ্‌পতিবার,

ফিফ্‌টিন হান্‌ড্রেড মিটার শেষ ?

তাই বুঝি আজ পুকুর-পাড়ে

হাজার লোকের সমাবেশ ?

ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে,—

কষ্টুম প'রে সাঁতরে সাজে

কলার-ডেকো, ডেকেই সারা।

—মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কারা ?

—জাজেস্‌ যারা ?

কম্‌পিটিটার্‌স রে—ডি,

কম্‌পিটিটার্‌স রে—ডি।

—হান্‌ড্রেড মিটার্‌স

ফ্রি-ষ্টাইল,

ফিফ্‌টি মিটার্‌স লেডি ;—

কম্‌পিটিটার্‌স রে—ডি,

কম্‌পিটিটার্‌স রে—ডি।

আজকে কিন্তু ফ্যাইনাল নয়

কম্‌পিট করবে পাঁচ আর ছয়।

আগে ফিফ্‌টিন হান্‌ড্রেড শেষ,

পরে হান্‌ড্রেড মিটার্‌স রেস।

লেডিজ সাঁতার ছেড়েই দাও,
আইটেম্ মধ্যে ওইটি ফাও।

সংখ্যা কত ?
সংখ্যা পাঁচ।
সংখ্যা কত ?
সংখ্যা ছয়।

সংখ্যা কত ?
সংখ্যা সাত।
সংখ্যা কত ?
সংখ্যা আট।

চারটি সংখ্যা—
নাইকো শঙ্কা
বাজাও ডঙ্কা
লও গো ষ্টার্ট !—
সাঁতার তত্ত্ব
বিষম শক্ত
যতেক ভক্ত
জমায় হাট।

পাঁচ—ছয়—সাত—আট
পাঁচ—ছয়—সাত—আট
ওই দেখ—ক্ষেত্তর
নিচ্ছে ফল্‌স্ ষ্টার্ট—
চার জন সংখ্যায়
পর পর দাঁড়িয়ে

এ ওর মুখ চায়
স্টার্টার ভাঁড়িয়ে।

'আর ইউ রেডি
অন ইওর মার্ক ?'
—যেমনি বলবে
অমনি জার্ক।
বলছি আমি—ঝাঁপিয়ে পড়
জার্কের সঙ্গে পাড়ি ধর।

সংখ্যা চোদ্দ
মস্ত মদ্দ,
কলার ডেকে
ডেকেই হদ্দ।
যত্ত ফিফ্‌টিন
কাটছে চিপ্‌টিন।

টোয়েন্‌টি কিন্তু অ্যাব্‌সেণ্ট স্যার ;
স্টার্টে নাইকো তুই তিন চার।
সাঁতার-তত্ত্ব চমৎকার।
বলছি শেখ বারম্বার।

আজকে মদনা
কাটবে সিক্স-বিট্‌স ;
মাইলের এই শেষ
ফাইনাল,
নাই হিট্‌স।

ডাইভিং, প্লান্‌জিং, গার্লস রেস্
রবিবারেই ফাইনাল শেষ।
সাবাস মদনা, সাবাস ভাই,
সব্বার আগেই আসা চাই।

ধূলির শিশু

রে ধূলির শিশু, কোথা যাস ম্লান বেশে
কাল-মহা-তীর্থ পথে তরীখানি বেয়ে,
দাবদগ্ধ জীবনের শেষ গান গেয়ে—
এই রঙ্গমঞ্চ ছাড়ি' অভিনয় শেষে ?
ওরে হতগর্ব্ব মূক কিশোর-কলিকা,
তোর হৃদয়ের সব রঙ্গ-হাস্য দিয়া
পারিলি না বাঁধিতে এ নিখিলের হিয়া,
গাঁথি চুপে আঁখি 'পরে অশ্রুর-মালিকা ?
জন্ম-মৃত্যু পারাবার—বালুকার বেলা—
নিরন্তর তরঙ্গের নিষ্ঠুর আঘাত,
মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছাতুর—ভাঙা-গড়া খেলা।
মানবের অহঙ্কার দম্ভ ঘৃণা হেলা
অস্থিস্তূপে ভস্মরূপে হয় ধূলিসাৎ—
লভে নব জাগরণ বিদায়ের বেলা।

কৃষাণের ব্যথা

ও মোর কৃষাণী—
কেমন কইরা রুখ্‌বো আজি
দুইটি চক্ষের পানি ?
ঘরটি গেলো, জোয়াল গেলো,
ভরতি গোলার ধান,
গরু বাছুর বলদ গেলো,
আহা লাঙ্গল দুইখান।
—কি হবে মোর জানি !

মহাজনের অত্যাচারে
ছাওয়াল ঘরে রইতে নারে,
তারে বিনা অপরাধে মারে
কইরা টানাটানি !
সোনার কাঠি রূপার কাঠি
বাসন কোসন কাঁসা খাঁটি
লগ্‌দী নফর নিল বাটি'
থুইয়া খোসাখানি।

খাজুর পাতার টোকা লয়ে,
ছেঁড়া কান্থার বোঝা বয়ে
বুকের জ্বালা সয়ে সয়ে
ডুক্‌রে উঠি রাণী !

তুমি আর আমি

তুমি সখি ওই পারে, আমি হেথা একা,
তোমার আমার মাঝে চির-ব্যবধান—
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, অশ্রু-পারাবার—
নাহি জানি কোথা আদি, কোথা তার শেষ
ওঠে আর পড়ে ঢেউ, যুগ যুগ ধরি'
দিগন্তে লুটিয়া মরে বালু বেলা-তটে।

সৃজনের আদি হতে সহস্র লীলায়
দেখা দিলে বারম্বার বিচিত্র বরণে,
সায়াহ্ন সন্ধ্যায় কত রঙ-ধরা মেঘে,
রাত্রির তমসা-মগ্ন শান্ত অবসরে,
দিবসের জ্বালাময় দৃপ্ত কোলাহলে
অবসন্ন সৌন্দর্য্যের নীরব উচ্ছ্বাসে।

তোমারে পারি নি কভু করিবারে জয়,
নারিনু বাঁধিতে তোরে ছন্দের নিগড়ে ;
ধবল তুষারাকীর্ণ উচ্চ শৈলচূড়ে—
তরঙ্গিত সমুদ্রের জল-কলোচ্ছ্বাসে,
বজ্রের দিগন্তপ্লাবী গুরু মন্দ্র মাঝে
দক্ষিণ সমীর-স্পর্শ দেবদারু শিরে।

তুমি সখি, রহস্যের গুণ্ঠননমিতা,
দুঃখ শোক আনন্দের চির-সহচরী ;

তোমারে ঘিরিয়া ছুটে রবি শশী তারা—
গ্রহ উপগ্রহ কত অনন্ত আকাশে,
তৃণাকীর্ণ ছায়াময়ী সরস্বতী-কূলে
শত শিষ্যপরিবৃত গৌতমের মত।

নাহি জানি কার শাপে প্রেমের গৌরবে
বাঁধিলে আমারে সখি, বিরহবন্ধনে ;—
বিচিত্ররূপিণী অয়ি, জীবনসঙ্গিনী,
অন্তরে পেয়েছি তব গূঢ় পরিচয় ;
তোমারে বেসেছি ভাল প্রথম উষায়
আজো তোরে ভালবাসি বিষণ্ণ-সন্ধ্যায়।

সুন্দর

পরম-সুন্দর তুমি প্রেমের মূরতি,
কম্পিত পল্লব-ঢাকা লাবণ্য-মুকুল,
উতল সমীরস্পর্শে মুঞ্জরিয়া উঠি'
মধুর সৌরভ-ভার দিগন্তে ছড়ায়ে
জ্বালিয়া বাসনা-বহ্নি, লুণ্ঠিয়া হৃদয়
মুহূর্ত্তে মিলায়ে যাও কোথায় কে জানে।

জানি সখি, দিবাশেষে ধূসর সন্ধ্যায়
ছল ছল জলধ্বনি, বিহঙ্গ-কূজন,
পাষাণ-সোপান 'পরে রণিত মঞ্জীর,
ব্যাকুল মিনতি-ভরা কঙ্কণ-গীতিকা,

শ্যামল অঞ্চল-লীন গোধূলি-আলোক—
তারাও মিলায়ে যায় সায়াহ্ন-অন্তরে।

জানি সখি, নিশা-নভে বিষণ্ণ তারকা,
শিশির-পাণ্ডুর বাঁকা দ্বিতীয়ার চাঁদ,
কুণ্ঠিত মাধবীলতা দেউল-প্রাঙ্গণে,
তরঙ্গচুম্বিত কালো তমসার নীর,
কালের প্রবাহে পড়ি' অনাগতে খুঁজি—
তারাও মিলিয়া যায় রহস্যতিমিরে।

জানি সখি, এক দিন নীলাভ আকাশে
মেঘের অঞ্চলতলে লভিয়া আসন,
বন্ধুর পিচ্ছিল পথে দু বাহু পসারি'
অলক্ত-লাঞ্ছিত পায়ে সুমুখে আসিয়া
আমারে টানিয়া লবে নয়ননিমিষে,
উন্মাদ কল্পনা-ঘেরা উষার আলোকে।

জানি সখি, জানি আমি কালের মহিমা,
একটি ইঙ্গিতে যায় লুটিয়া টুটিয়া,
কবরী খসিয়া পড়ে, উদ্ভিন্ন যৌবন,
দশন মুক্তার পাঁতি, তনুদেহখানি
শাশ্বত সত্যের কাছে মাগে পরাজয়।
—সেই তো সুন্দর সখি, বিকাশ বিলয়!

সুন্দর তোমার প্রেম অতল গভীর,
উপলমুখর গতি মঞ্জীর-নিক্কণ,

সুন্দর তোমার তনু প্রসন্ন সতত
মধুপ-গুঞ্জন গানে চঞ্চল অধীর,
সুন্দর তোমার মূর্ত্তি ধ্যানের অতীত,
বিশ্বের হৃদয়মাঝে বিস্ময় পরম।

অন্ধকার

অন্ধকার! অন্ধকার!
অবশেষে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার—
মেলি' জটাভার
নিঃশব্দ চরণে,
তিমির বরণে
দুর্গম কুটিল পথে নির্জ্জন দেউলে;
মহাতীর্থ লাগি' যেথা এক দিন গিয়াছিনু ভুলে

দেখেছিনু বাতায়ন 'পরে
সন্ধ্যাদীপ করে
ছল ছল দুটি কালো আঁখি;
ক'য়েছিনু ডাকি'—
হে বন্ধু আমার, চেয়ে দেখ দূর দিগন্তের তলে,
আষাঢ়ের অপরাহ্ণ-বেলা যায় চলে;
ম্লান সান্ধ্যকরচ্ছায়া খণ্ড মেঘ হতে
ঢলে পড়ে দুই মধ্যপথে।

উড়ে যায় বলাকার দল—
মুখর চঞ্চল।

মুক্ত শির 'পরে
সায়াহ্নের মন্দ বায়ুভরে
কাঁপে থরথরে—
নারিকেল পত্রগুচ্ছগুলি।

বক্ষ উঠে তুলি'
চঞ্চলিয়া
উদ্বেলিয়া
ঝরে অশ্রু-মন্দাকিনী দু কপোল বাহি'।
মনে পড়ে সেই দিন উঠেছিলে কি সঙ্গীত গাহি'
কহি' দম্ভভরে
স্পর্শ-ব্যগ্র সুকোমল দুটি কর ধরে,—
ভয় নাই—ভয় নাই, হে পান্থ নবীন
কেন এ সংগ্রাম তব দীর্ঘ রাত্রি দিন।

মনে পড়ে
সেই দিন কৌতূহল ভরে
অকস্মাৎ দীপ নিভাইয়া
অয়ি মোর প্রিয়তম প্রিয়া,
ঢেকেছিলে অসম্বৃত অঞ্চলের প্রান্ত দিয়ে মোরে।
তার পরে
ঝিল্লীমন্দ্র রজনীর গাঢ় অন্ধকারে
প্রেমের ঝঙ্কারে
গলাইলে তনু-মন-প্রাণ
শুনাইলে নব নব গান।

তার পরে
তন্দ্রালস ভরে
সেই অন্ধকারে
চকিত ঝঙ্কারে
লাবণ্যের দৃপ্ত জ্যোতি হতে
শ্যাম-শষ্প পথে
হেরিলাম শুভ্র বক্ষ তব,
অভিনব
কটিদেশ, সুনন্দিত উরু,
নিত্যদ্বন্দ্বরতা দুটি অতনুর ভুরু ;
পাশবদ্ধ নয়ন-চকোর
বিহ্বল বিভোর।

মনে পড়ে তুলেছিলে শতলক্ষ সুর
সুতীব্র মধুর,
কপোত-কূজন-কণ্ঠ—আনন্দের ধ্বনি।
উঠি' রনরনি
লেপি' দিয়া সর্ব্ব অঙ্গ মোর
আঁখি-প্রান্তে ঢেলে দিলে গাঢ় ঘুমঘোর,
হ'ল একাকার—
অন্ধকার
অন্ধকার!

বক্ষে গুরুভার
স্বপনে শুনিনু দূরে মুহুর্মুহু ডাকি'
উড়ে যায় নিশাচর পাখী,

তিমির গহ্বরে
অস্তাচল শিখরের 'পরে
জনশূন্য পাষাণের ঘরে।

প্রেতলোক যেথা করে বাস,
যাহাদের উত্তপ্ত নিশ্বাস
জন্ম লভি' বাষ্পরূপে—
চুপে চুপে
উড়ে উড়ে
ঘুরে ঘুরে
তুলি' মেঘভার
সমগ্র বিশ্বের বুকে ঢালে অন্ধকার ;
পশি' প্রিয়াহীন ঘরে,
শিশুহারা মাতৃবক্ষ 'পরে,
যুগ যুগ ধরে।

ভারানত, শুনি শতবার
সঙ্গীত তোমার,
ওই তব মৌন-অভিসার
অয়ি অন্ধকার।

আবেদন

দীপখানি নিভাইয়া—
অজানার মত কোথা চলে গেলে পরিচয় নাহি দিয়া।
কে গো নিদারুণ, নিরমম অতি, বঞ্চিত মোরে করি'
বৃন্ত-বিহীন করিলে কুসুমে পেলব পাপড়ি ধরি'?
দেউলের দ্বারে আথারে পাথারে কেন নাহি দিলে ঠাঁই,
সোনার প্রতিমা বোধনের আগে চলে গেল বুঝি তাই?
জানিতাম যদি এত ব্যথা তার বেজে উঠে পায়ে পায়ে
রাখিতাম ধরি' পূজা-আরতির ধূপ-ধোঁয়া আব্‌ছায়ে।
সুন্দর নিরুপম,—
অপরাধ যত চরণে তোমার—ক্ষম তুমি মোরে ক্ষম।
জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিছে, আরতি হয়েছে শেষ,
তব তীর্থের নন্দিত পথে চলেছি নিরুদ্দেশ।
চলিতেছি পথ একা—
বিপুল বিষাদ বিজন বেলায় দাও দাও মোরে দেখা।
আর কতকাল এমন করিয়া নিশীথ-নয়নজলে
ব্যাকুল বাসনা লুকাইয়া রাখি ম্লান মোর হাসিতলে?
আর কতকাল প্রাণ-পারাবার মন্থন করি' তারে
তোমার মনের সব কথা লয়ে কেঁদে ফিরি দ্বারে দ্বারে?
আর কত কাল রবে দূরে দূরে—কথা কও, কথা কও,
পাষাণীর মত থাকিও না আর, প্রাণময়ী তুমি হও।
কোথায় করুণাময়ী,—
দূর হতে শোন সকরুণ অতি গাহিতেছি তব ত্রয়ী।
সন্ধ্যা নামিছে ধীরে—
পবিত্র কর, নির্ম্মল কর, তব তীর্থের নীরে।

‘পথচারী’ ও ‘ছায়া’ সম্বন্ধে অভিমত

‘…নবীন কবি ছন্দে দক্ষতা দেখাইয়াছেন এবং বিষয়বস্তুতে বহু বৈচিত্র্য আছে।…পল্লী কবিতাগুলি সত্য সত্যই চমৎকার, পল্লীর প্রতি একটি অনির্ব্বচনীয় মধুর প্রীতি লেখকের অনেকগুলি কবিতাকে রসসিঞ্চিত করিয়াছে।…লেখকের দেখিবার চোখ আছে, অন্তরে দরদ আছে……।’

(প্রবাসী)

‘……পল্লী কবিতায় কবির প্রকৃতি বোঝা যায়, কিন্তু আকৃতি বোঝা যায় না।…কবিতাগুলি পড়িয়া বর্ত্তমান কবির কবি-প্রকৃতি ছাড়াও তাঁহার শক্তির আকৃতি সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করিতে পারিলাম।…কবিতাগুলি কবির মনঃপ্রকর্ষের পরিচায়ক।……’ (শনিবারের চিঠি)

‘……কবির নবতর শক্তির পরিচয় আমাদিগকে কেবল মুগ্ধ নয় বিস্মিত করিয়াছে। ইনি কবি—জাত কবি—পল্লী কবি বলিলে ইঁহার পরিচয় সঙ্কীর্ণ করা হয়, এই কথা বলিতে পারিয়া এবার আনন্দ লাভ করিতেছি।……’

(বিচিত্রা)

‘……কবিতাগুলি বেশ মিষ্টি এবং সহজ রসের—নরম আর্দ্র হৃদয়ের এইগুলি পরিচায়ক। নদীমাতৃক বাংলা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাকে সাঁতারু হিসাবে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার রচিত কবিতাবলীর মধ্যেও সেই স্বচ্ছ নদীরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছন্দের বৈচিত্র্যও কবিতাগুলির মধ্যে কম নহে এবং এই দিক দিয়াও কবি শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। (আনন্দ বাজার)

‘……In these days of pseudo-mystic poems, when every sallow lad aspires to Maeterlinckian height, it is refreshing to go through poems which you can understand…’

‘…The young poet possesses poetic vision, power of versification and rich imagery to a degree….’ (Amrita Bazar Patrika)

—কবির লেখা অন্য বই—

ছায়া (কাব্য)
পথচারী (কাব্য)
সন্তরণ-পরিচয়
সন্তরণ-বিজ্ঞান (যন্ত্রস্থ)